দৈনিক বাংলা

তারিখ 17 SEP 1995
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৩

ভর্তিনীতি এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্বায়ত্তশাসনের সীমা

উচ্চ শিক্ষায় ভর্তি পদ্ধতি নিয়ে বিতর্কের অবসান ঘটেছে—এই বলে স্বস্তি প্রকাশের দু'দিন না যেতেই বিতর্কটি নতুন করে মাথাচাড়া দিয়েছে। কোন একটি সমস্যার 'শেষ হয়ে হল না শেষ' জাতীয় পুনরাবির্ভাব সত্যিকার অর্থেই দুঃখজনক। একই আবর্তে পরিক্রমণ অগ্রযাত্রার অনতিক্রমণীয় প্রতিবন্ধক। বিতর্কের এ আবর্ত থেকে আমাদের বেরিয়ে আসতেই হবে।

ব্যাপারটা হচ্ছে এই, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যান, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ভাইস চ্যান্সেলর এবং পুরোগামী কলেজগুলোর অধ্যক্ষদের নিয়ে মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের একটি বৈঠক হয়। বৈঠকে স্থির হয়, উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে ভর্তি পরীক্ষা বলে কিছু থাকবে না। জাতীয় পর্যায়ে গৃহীত পরীক্ষার ফলই শিক্ষার্থীর যোগ্যতার নিরিখ বলে গণ্য হবে।

এই সিদ্ধান্ত প্রকাশ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই অভিনন্দনের সাড়া পড়ে। শিক্ষার্থী, অভিভাবক এবং শিক্ষানুরাগী মহল একে প্রয়োজনীয় জাতীয় নীতি হিসাবে গ্রহণ করেন। এ সিদ্ধান্তের প্রতিক্রিয়া সর্বত্রই এক রকম ছিল, এমন দাবী করলে সত্যের অপলাপই করা হবে। একটি মহল বিরূপ প্রতিক্রিয়া জানানোর তৎপরতা অবলম্বন করেন। ন্যায়-অন্যায় যাই হোক, ভর্তি পরীক্ষার সঙ্গে যাদের কায়েমী স্বার্থ জড়িয়ে গেছে তারা এমনটা করবেন, এতে অবাক হওয়ার কিছু ছিল না।

এ পরিস্থিতিতে সরকারের পক্ষ থেকে স্পষ্টভাবে জানানো হয় যে, ভর্তি পরীক্ষা বাতিল করার সিদ্ধান্ত অপরিবর্তনীয়। জাতীয় শিক্ষার স্বার্থে গৃহীত দ্বিধাহীন কিছুতেই আর বদলানো যাবে না। কলেজগুলোতে অবিলম্বে এ সিদ্ধান্ত কার্যকর হবে এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলো এ সিদ্ধান্তের আলোকে নিজেদের ভর্তিনীতি তৈরি করবে। সরকারের পক্ষ থেকে এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট সকল মহলের সহযোগিতাও আহবান করা হয়।

সরকারী ঘোষণার পর গোলযোগ সৃষ্টির প্রচেষ্টায়ও তাটার লক্ষণ দেখা যায়। এই পরিস্থিতিতে বিশ্ববিদ্যালয় ক্ষক সমিতির একটি বিবৃতি এবং পরে ঢাকা বিশ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলরের একটি বক্তব্যের প্রকাশ প্রশ্নকে আবার চাঙ্গা করে তুলেছে। প্রশ্ন এবং সংশয় থা দিয়েছে ভর্তি পদ্ধতি তথা ভর্তি পরীক্ষা বাতিল করা ক্রান্ত সিদ্ধান্তের ভবিষ্যৎ নিয়ে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির বিবৃতিতে দাবী রা হয়, বিশ্ববিদ্যালয় একটি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান। জের নিয়মেই সে চলবে। ভর্তি পদ্ধতির প্রশ্নে সরকারী সিদ্ধান্ত মানতে বাধ্য নয়। মানবেও না। নিজেদের ভর্তি নীতিই অনুসরণ করে চলবে। অর্থাৎ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা চালু থাকবে। আরও কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই ধরনের ভাবনার আভাস পাওয়া যায়।

শিক্ষক সমিতির বিবৃতির পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসির বক্তব্যও প্রকাশ পেয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার এবং ছাত্রনেতাদের সঙ্গে দুটি আলাদা বৈঠকে তিনি জানান, ভর্তি পরীক্ষা উঠিয়ে দেয়ার সিদ্ধান্ত সরকারী কলেজের ক্ষেত্রে কার্যকর। বিশ্ববিদ্যালয় যেহেতু স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান, বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে এটি সুপারিশ মাত্র। বিশ্ববিদ্যালয় তার নিজের ভর্তিনীতি তৈরি করবে এবং ভর্তি পরীক্ষা থাকবেই।

শিক্ষক সমিতি এবং ভাইস চ্যান্সেলরের বক্তব্য ব্যাপক বিষয়ের জন্ম দিয়েছে। হরতালের উদ্বেগের মাঝেও সর্বত্র এ নিয়ে আলোচনা চলছে। আমরা মনে করি, আলোচনা আরও বেশী হওয়া দরকার। কেননা, এ প্রশ্নে স্থিরতা অপরিহার্য। আলোচনাই স্থিরতায় পৌঁছানোর পথ তৈরি করতে পারে।

ভাইস চ্যান্সেলর সাহেবের বক্তব্যের পরিবেশ সৃষ্টির উদ্দেশ্যেই শিক্ষক সমিতির বিবৃতিদান কিনা, সে আমাদের জানা নেই। তবে দুয়ের মধ্যে মিল আছে। উভয় বক্তব্যেই স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের এখতিয়ার সংক্রান্ত একটি মৌলিক প্রশ্ন প্রাধান্য পেয়েছে। ভর্তি পরীক্ষা থাকবে কি থাকবে না, সে আলোচনায় প্রবেশের আগে স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্নটির মীমাংসা হওয়া বাঞ্ছনীয়।

গোড়াতেই বলে নেয়া ভাল, আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসনে বিশ্বাসী, এই অধিকার ক্ষুণ্ন করার পক্ষপাতী নই। একই সঙ্গে এ কথাও বিশ্বাস করি যে, স্বায়ত্তশাসন আর সার্বভৌমত্ব সমার্থক নয়। সমার্থক করে তোলার প্রবণতাও বাঞ্ছিত নয়। সার্বভৌম রাষ্ট্র স্বায়ত্তশাসনের যে এখতিয়ার মঞ্জুর করে তা সকল অবস্থায়ই জাতীয় বা রাষ্ট্রীয় নীতির সীমায় আবদ্ধ থাকতে বাধ্য। বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বশাসন ক্ষমতা জাতীয় নীতিকে অগ্রাহ্য করতে পারে না।

এ পর্যায়ে প্রশ্ন উঠতে পারে, শিক্ষামন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে গৃহীত একটি সিদ্ধান্ত জাতীয় নীতি হিসাবে গণ্য হওয়ার কতটা যোগ্যতা রাখে। আনুষ্ঠানিকতার খুঁটিনাটি বাদ দিয়ে এটুকু সহজেই বলা যায় যে, যে সিদ্ধান্তে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর প্রত্যাশার প্রতিফলন ঘটে তাকে জাতীয় নীতি হিসাবেই গ্রহণ করা উচিত। তাছাড়া যেভাবে সংশ্লিষ্ট সকল স্তরের শীর্ষ শিক্ষাবিদদের সংশ্লিষ্ট করে এই সিদ্ধান্তটি নেয়া হয়েছে তাতে অবশ্যই এতে জাতীয় নীতির শক্তি বর্তেছে। স্বার্থান্বেষী মহলের বিরোধিতা বড় করে দেখার কোন প্রয়োজন আছে বলে আমরা মনে করি না। স্বায়ত্তশাসনের দোহাই তুলে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির কৌশল এক্ষেত্রে তাই অনভিপ্রেত গণ্য হতে বাধ্য।

'সিদ্ধান্তটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে সুপারিশ মাত্র' ভাইস চ্যান্সেলর সাহেবের এই বর্ণনার সত্যতা আমরা অস্বীকার করছি না। তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর মহোদয় অন্তত এ সম্পর্কে ওয়াকিফহাল থাকার কথা যে, কোন কোন সুপারিশ বা অনুরোধও সিদ্ধান্তের অধিক ক্ষমতা ধারণ করে। উচ্চশিক্ষায় ভর্তি পরীক্ষা উঠিয়ে দেয়ার সিদ্ধান্তের পেছনে যে তিনটি প্রধান লক্ষ্য কাজ করছে তা হচ্ছে— এক, জাতীয় পর্যায়ে গৃহীত পরীক্ষার মর্যাদা ফিরিয়ে আনা; দুই, শিক্ষার্থীদের জীবনে স্বস্তি ও সুস্থতা আনয়ন এবং তিন, উচ্চশিক্ষার ভর্তি প্রক্রিয়াকে যাবতীয় অনাচার থেকে মুক্ত করা। বর্ণিত এ লক্ষ্য অর্জনের প্রশ্নে কোন সৎ এবং সুস্থ বুদ্ধির মানুষই দ্বিমত পোষণ করতে পারেন না। শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্তটিকে জাতীয় নীতির মর্যাদা দেয়াই তাই বাঞ্ছনীয়।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির ক্ষেত্রে ভর্তি পরীক্ষার আমদানী এক অবাঞ্ছিত ব্যাপার। সুযোগের সীমাবদ্ধতা এবং চাহিদা বৃদ্ধিজনিত প্রতিযোগিতার ফলেই এর উদ্ভব। বাছাই প্রক্রিয়া নিরঙ্কুশ হবে মনে করেই নির্বিবাদে একে মেনে নেয়া হয়। কাজের বেলায় কিন্তু বাঞ্ছিত ফল পাওয়া যায়নি। উপরন্তু এর সঙ্গে এমন সব আবিলতা জড়িয়ে গেছে যে, বিবেকবান মানুষ মাত্রই এর অবসান কামনা করছেন। এ নিয়ে তাই অন্য চিন্তার অবকাশ থাকতে পারে না।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি এবং মাননীয় ভাইস চ্যান্সেলর যে বক্তব্য দিয়েছেন তার দুটিতেই বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব ভর্তি নীতির উপর জোর দেয়া হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব নীতি থাকাতে এতে আমাদের আপত্তির কিছু নেই। তেমনি ভর্তি পরীক্ষা উঠিয়ে দিলেই বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব নীতির কিছুই থাকবে না, এমন মনে করারও কোন কারণ নেই। কেননা, এ নীতি গ্রহণের পরও অনেক কিছুই করার থাকবে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ নিজস্ব চাহিদার আলোকে তার নিষ্পত্তি ঘটাবেন। সেটাই হবে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব নীতি। স্বশাসনের সীমা জাতীয় প্রত্যাশা আর নীতির গন্ডি অতিক্রম ঘটলে নানাদিক থেকেই বিপর্যয়ের আশংকা জন্মায়।

যে নিজস্ব নীতির উপর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ জোর দিচ্ছেন তার অস্তিত্ব নিয়েও সংশয় আছে। এর আগে আমরা নীতির সঙ্গে নৈতিকতার সম্পর্ক উল্লেখ করেছি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তথাকথিত ভর্তিনীতি এবং তার প্রয়োগের সঙ্গে নৈতিকতার কি সম্পর্ক দাঁড়িয়েছে, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষই তা বিবেচনা করে দেখতে পারেন। এই একটি বছরের মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দুবার ভর্তিনীতি ঘোষণা করেছে। এতেও এ নীতি কোন স্পষ্ট বা সর্বজনের গ্রহণযোগ্য অবয়ব নেয়নি। নীতি চূড়ান্ত করার কাজ অব্যাহত আছে এবং আমরা নিশ্চিত যে যেটুকু ঘোষণা করা হয়েছে তাতেও পরিবর্তন আনতে হবে। অন্তত কোটা প্রথা সংক্রান্ত সিদ্ধান্তটি একটি গণতান্ত্রিক সমাজে গৃহীত হতে পারে না। ফলে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্তটিকে নীতি হিসাবে গ্রহণ করলে কার্যত তাদের নিজেদের ভর্তি নীতি প্রণয়নের কাজকেই সহজ করবেন।

'ভর্তি পরীক্ষা থাকবে' ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলরের এ উক্তিতে কথা এবং কাজের একটা অসঙ্গতিই প্রকাশ পায়। এ বছরও বিশ্ববিদ্যালয়ে কিছু সংখ্যক শিক্ষার্থীর ক্ষেত্রে এইচএসসির ফলকেই যোগ্যতার নিরিখ বলে স্বীকার করা হয়েছে। এতে করে একদিকে যেমন জাতীয় পর্যায়ে গৃহীত পরীক্ষার মর্যাদা স্বীকৃতি পেয়েছে, অন্যদিকে ভর্তি পরীক্ষা সাধারণ নীতি হিসাবে অব্যাহত রাখায় নীতির দ্বৈততা বা নীতিহীনতাই প্রশ্রয় পেয়েছে। ভর্তি পরীক্ষার বালাই চুকে গেলে এ ধরনের অভিযোগের অবকাশও বিলুপ্ত হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের মর্যাদার জন্যেও তা কাম্য।

ভর্তি পরীক্ষা বিলুপ্তির এ সিদ্ধান্তের প্রতি বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির বিরোধিতা চারপাশে এমন সমালোচনার জন্ম দিয়েছে, যা শিক্ষক সমাজের মর্যাদার পরিপূরক কিংবা উপেক্ষার যোগ্য মনে করা যায় না। আমরা শিক্ষক সমাজের প্রতি উচ্চ মর্যাদা পোষণ করি এবং এ মর্যাদাকে অটুট রাখার পক্ষপাতী। সে কারণেই আমরা মনে করি সকল সমালোচনার উর্ধ্বে থাকার জন্যে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা পরিহার করাই বাঞ্ছনীয়।

উপসংহারে আমরা আবারও বলতে চাই, ভর্তি পরীক্ষা বাতিল করার সিদ্ধান্তটিকে দেশবাসী একটি জাতীয় নীতি হিসাবেই গ্রহণ করেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসন অধিকার এ নীতির সীমায়ই কার্যকর থাকবে। এতে যদি আইনগত দুর্বলতা কোথাও থেকে থাকে প্রয়োজন হলে তা কাটানোর ব্যবস্থা নিতে হবে। কোন অবস্থায়ই এ সিদ্ধান্ত প্রয়োগের পথে বাধা সৃষ্টির অবকাশ রাখা চলবে না। আমরা এ বিতর্ক বা বিরোধের স্থায়ী নিষ্পত্তি কামনা করি।

— সালেহ চৌধুরী